উপজেলা শিক্ষা অফিস, পেকুয়া ,কক্সবাজার

(Upazila Education Office, Pekua, Cox'sbazar)

সাম্প্রতিক অর্জন, চ্যালেঞ্জ এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাঃ

সাম্প্রতিক বছরসমূহের (৩ বছর) প্রধান অর্জনসমূহঃ

বিশ্বের বৃহত্তম সমুদ্র সৈকতের জেলা কক্সবাজার। কক্সবাজার জেলার ক্ষুদ্রতম এবং নবীন উপকূলীয় উপজেলা পেকুয়া। ২০০২ সাল থেকে পথ চলা শুরু হয় পেকুয়া উপজেলার। দারিদ্রতা, নানা প্রাকৃতিক দূর্যোগসহ বিভিন্ন প্রতিকূলতা সত্বেও পেকুয়া উপজেলার বিগত ৩ বছরে প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে অর্জন কম নয়। ২০০২ সনে উপজেলা প্রতিষ্ঠা লগ্নে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল-২৭টি, বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষনা মোতাবেক আরো ১৭টি রেজিষ্টার ও কমিউনিটি বিদ্যালয় জতীয়করন হয়। পরবর্তীতে সোনালী বাজার গনপাঠশালা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়টি ও জাতীয়করণ করা হয়। ইহার পরে বিদ্যালয় বিহীন গ্রামে ১৫০০ বিদ্যালয় স্থাপন প্রকল্পের আওতায় ১২টি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে মোট বিদ্যালয় সংখ্যা ৫৬ (২৭+১৭+১২)। ১৫০০ বিদ্যালয় প্রকল্পের অওতায় ১২টি বিদ্যালয়ের মধ্যে ইতোমধ্যে বিদ্যালয়ে ভবন নির্মান কাজ সমাপ্ত হয়েছে এবং ১২টি বিদ্যালয়ের শিক্ষক পদ মঞ্জুর করা হয়েছে। ১২টি বিদ্যালয়ের শিক্ষক পদ মঞ্জুর করা হলেও শিক্ষক পদায়ন না হওয়ায় সরকারী বিদ্যালয় থেকে শিক্ষক সংযুক্তি দিয়ে বিদ্যালয়গুলিতে পাঠদান কাজ শুরু করে দেওয়া হয়েছে।

বিগত ২০১৫ সালের প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষার পাসের হার ছিল -৯৪%, ২০১৬ সালে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষার পাসের হার-৯৯.৪০% এবং ২০১৭ সালে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষার পাসের হার-৯৯.৫৭%। উল্লেখ্য যে, ২০১৭ সালে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষার ফলাফলে পাশের হারে জেলার মধ্যে শীর্ষস্থান অর্জন করে। পেকুয়া উপজেলায় বিগত ৩ বছরে বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীর উপস্থিতির হার বৃদ্দির লক্ষ্যে এস এম সি ও স্থানীয় সহযোগীতায় ২টি বিদ্যালয়ে মিডডে মিল চালু করা হয়েছে। অন্য বিদ্যালয় গুলোতে মায়েদের দেয়া খাবারের মাধ্যমে মিডডে মিল অব্যাহত আছে।

সরকারি অর্থায়নে উপজেলার ৫৬টি সরকারীসহ মোট ১০৪টি স্কুল মাদ্রাসায় WFP(World Food Program) সহযোগিতায় RIC এর মাধ্যমে স্কুল ফিডিং কার্যক্রমের আওতায় বিস্কুট বিতরণ কার্যক্রম চলমান আছে। ফেব্রুয়ারী-২০২০ মাসে উপজেলার সরকারী বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের মোট ২৫০২৮ জন শিক্ষার্থীর মাঝে ৩২.৮৩৭ মে.টন বিস্কুট বিতরণ করা হয়েছে।

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের আইসিটি কার্যক্রমের আওতায় উপজেলার ২১ টি বিদ্যালয়ে ল্যাপটপ এবং মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর বিতরণ করা হয়েছে। ল্যাপটপ,মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টরের মাধ্যমে এ সব বিদ্যালয়ে ডিজিটাল কন্টেন্ট ব্যবহার করে শ্রেণী কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। বিগত ০৩ বছরে এ উপজেলায় ২৬ জন প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষক এবং শিক্ষক পুল থেকে-১৭ জন সহকারি শিক্ষক এবং নব জাতীয়করণকৃত বিদ্যালয়ে ০৭ জন সহকারি শিক্ষক নিয়োগ করা হয়েছে। অত্র উপজেলার পুরানো ২৭টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সার্বিক কার্যক্রমে সহযোগীতা ও সাপোর্ট দেওয়ার লক্ষ্যে দপ্তরী কাম নৈশ প্রহরী পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।

পড়ালেখার পাশাপাশি খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডেও পেকুয়া উপজেলার রয়েছে বিশেষ কৃতিত্ব। বিগত ২০১৪ সালে পেকুয়া উপজেলার রাজাখালী ইউনিয়নের ফৈজুন্নেছা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় বঙ্গবন্ধু গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্ট প্রতিযোগিতায় জাতীয় পর্যায়ে রানার-আপ হওয়ার কৃতিত্ব অর্জন করেছে। তারই ধারাবাহিকতায় ২০১৫ সালে পেকুয়া উপজেলার রাজাখালী ইউনিয়নের রাজাখালী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় বঙ্গবন্ধু গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্ট প্রতিযোগিতায় জাতীয় পর্যায়ে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌবর অর্জন করেছে। ২০১৬ সালে পেকুয়া উপজেলার টইটং ইউনিয়নের টইটং সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় বঙ্গবন্ধু গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্ট প্রতিযোগিতায় জাতীয় পর্যায়ে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌবর অর্জন করেছে। সাফল্যের ধারাবাহিকতায় ২০১৭ সালে পেকুয়া উপজেলার উজানটিয়া ইউনিয়নের পূর্ব উজানটিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় বঙ্গবন্ধু গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্ট প্রতিযোগিতায় জাতীয় পর্যায়ে ৩য় বারের মত চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌবর অর্জন করে ।

শিক্ষার্থীদের সু-স্বাস্থ্য নিশ্চিতের লক্ষ্যে ৪০ টি বিদ্যালয়ে ৬১টি Wash Block নির্মাণ করা হয়েছে। কিন্তু Wash Block গুলির নির্মান কাজ নিম্নমানের হয়েছে। Wash Block গুলোর মেরামত সংস্কারের নিমিত্তে ১০০০০ টাকা করে ৬১০,০০০/- সরকারি অনুদান প্রদান করা হয়েছে।

বছরের প্রথম দিন পাঠ্য বই বিতরণ করা হয়। এই বছর **১২১,৯৭৫** টি বই বিতরণ করা হয়েছে। তাছাড়া ঝরেপড়া রোধ সহ প্রাথমিক শিক্ষা চক্র সমাপনের লক্ষ্যে দরিদ্র পরিবারের শিক্ষা সহায়তা কার্যক্রমের আওতায় শতভাগ শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি প্রদান করা হয়েছে।

উপজেলার ৫৪ টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে Student Council এবং Little Doctor(ক্ষুদে ডাক্তার) টীম গঠন করা হয়েছে এবং যথারীতি বিদ্যালয় পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে নৈতিক আদর্শ গঠনের লক্ষ্যে উপজেলার ১০ টি বিদ্যালয়ে সততা ষ্টোর/ সততার দোকান কার্যক্রম চালু আছে। শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে উপজেলার প্রত্যেকটি বিদ্যালয়ে অভিযোগ ও পরামর্শ বক্স স্থাপন করা হয়েছে। ২০১৮-

১৯ অর্থ বছরে School Level Improvment Plan(SLIP) এর আওতায় উপজেলার ৪৭ টি বিদ্যালয়ের জন্য =৩২,৭৫,০০০/- টাকা বরাদ্ধ প্রদান করা হয়েছে। School Effeetiveness Model(SEM) এর আওতায় উপজেলার ০৭ টি বিদ্যালয়ে শিশু বান্ধবপরিবেশ নিশ্চিতের লক্ষ্যে আকর্ষনীয় শিক্ষা উপকরণ এবং খেলাধুলার সামগ্রী সহ বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

২০১৭-১৮ অর্থ বছরের পুরাতন ৪টি বিদ্যালয় (৫০+৯)=৫৯,০০০/- করে টাকা প্রদান করা হয়েছে। নতুন ৩টি দ্যিালয়ে ১,০০,০০০/- টাকা প্রদান করা হয়েছে।

রাজস্বখাতে থেকে ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের মেরামত সংস্কার কাজের জন্য ১৯টি বিদ্যালয়ে (১,৫০,০০০* ১৯) মোট ২৮,৫০,০০০/- টাকা এবং পিইডিপি-৪ আওতায় ১৩টি বিদ্যালয়ে (২,০০,০০০*১৩) মোট ২৬,০০,০০০/- টাকা এবং ১টি বিদ্যালয়ে ১,০০,০০০/- প্রদান করা হয়েছে। উপজেলা প্রকৌশলী,পেকুয়া এর সহযোগিতায় এবং প্রধান শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে ৮০% দৃশ্যমান কাজ সমাপ্ত হয়েছে এবং বাকি কাজ চলমান আছে।

বছরের শুরতে জানুয়ারী মাসে প্রতিটি বিদ্যালয়ে, ইউনিয়নে আন্তঃ প্রাথমিক বিদ্যালয় ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা অতুষ্ঠিত হয়।

শিক্ষকদের পেশাগত দক্ষতা পড়ালেখা মান বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন বিষয় ভিত্তিক প্রশিক্ষণ, সাব ক্লাস্টার প্রশিক্ষণ এবং অন্যন্য প্রশিক্ষণ অব্যাহত রয়েছে।

UPEP(Upazila Primary Education Plan) এর আওতায় ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের প্রতি বছর ৫০,০০০/- টাকা বরাদ্দ হতে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের বিভিন্ন ডিভাইজ,শিক্ষা উপকরণ ও নগদ টাকা প্রদান করা হয়েছে।

<u>সমস্যা ও চ্যালেঞ্জসমূহ:.</u>

কক্সবাজার জেলার ক্ষুদ্রতম এবং নবীণতম পেকুয়া উপজেলায় সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসারের ০২ টি পদের মধ্যে ০২ টি পদ শুণ্য রয়েছে। ফলে প্রাথমিক শিক্ষার মনিটরিং কার্যক্রমে সমস্যার সৃষ্টি হয়। উপজেলা শিক্ষা অফিসে UDA এবং অফিস সহায়ক পদ দীর্ঘ দিন ধরে শুন্য রয়েছে। ফলে অফিসের স্বাভাবিক কার্যক্রম কখনো কখনো ব্যাহত হয়।

উপকুলীয় এলাকা হওয়ায় ঘূর্ণিঝড় ও বন্যার প্রকোপ এখানে খুব বেশি। তাই দূর্যোগ কালীন প্রত্যেকটি বিদ্যালয় আশ্রয় কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহার হওয়ায় ঐ সময় বিদ্যালয়ের স্বাভাবিক পাঠদান কার্যক্রম ব্যাহত হয় এবং বিদ্যালয়ের ভৌত অবকাঠামো ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

প্রধান শিক্ষক/সহকারি শিক্ষকের শুন্যপদ পুরণ এবং নতুন ভবন/শ্রেনী কক্ষ নির্মান ও সংস্কারের মাধ্যমে শিক্ষক-শিক্ষার্থী এবং শ্রেনীকক্ষ-শিক্ষার্থীর কাঙ্খিত অনুপাত অর্জন নিশ্চিত করা, শিক্ষক কর্তৃক শ্রেণিকক্ষে গতানুগতিক পাঠদানের প্রবনতা পরিহার করে পদ্মতি মাফিক পাঠদানে অভ্যস্ত করা ও হতদরিদ্র পরিবারে শিশুদেরকে বিদ্যালয়ের পরিবর্তে শ্রমঘন কর্মস্থানে প্রেরণে নিরুৎসাহিত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

জাতি সংঘের ৪নং এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সারাদেশের ন্যায় পেকুয়াতে ৫+ হতে ১০+ প্রতিটি শিশুকে বিদ্যালয়ের ভর্তি করানো এবং তাদের মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করা আমাদের লক্ষ্য। আমরা সে লক্ষ্য অর্জনে বাংলাদেশ সরকারে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগ ও পরিকল্পনা মাফিক কাজের সাথে তাল মিলিয়ে কাজ করে যাচ্ছি। শিক্ষক কর্মকর্তা কর্মচারী মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা অর্জনে আন্তরিকভাবে কাজ করে অভিষ্ঠ্য লক্ষ্যে পৌঁছতে হবে।